# প্রম্পট মাস্টার

## মাত্র ২১ দিনে হও এআইয়ের বস

ছাত্র, চাকরিজীবী ও
উদ্যোক্তাদের জন্য
পূর্ণাঙ্গ এআই গাইড

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং গাইডবুক

# প্রম্পট মাস্টার

## মাত্র ২১ দিনে হও এআইয়ের বস

© দ্বিতীয় সংস্করণ || ২০২৫

# ১ম সংস্করণের রিভিউ

বইটা শেষ করার পর একটাই আফসোস করলাম, বইটা কেন আরো আগে পড়লাম না। বইটি কেনার পরে নানান ব্যস্ততায় এক দেড় মাস পার হয়ে গিয়েছিল, তারপরে মেইল চেক করতে গিয়ে হঠাৎ আবার মনে পরে। দেন শুরু করে আর শেষ না করে থামতে পারি নি। আসলে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা নেই, এত গভীরভাবে সবকিছু বলা হয়েছে। মনে হচ্ছে দুনিয়াকে নতুনভাবে আবিষ্কার করলাম। নতুন উদ্যোমে ঝাপিয়ে পড়ার সময় হয়েছে।

তাসফিয়া মেহজাবিন, শিক্ষার্থী

ধন্যবাদ এতো সুন্দরভাবে সব গুছিয়ে লেখার জন্য। যেকারো চিন্তাকে আরো ডাইনামিক করতে সাহায্য করবে।

অর্পিতা হালদার, চাকুরীজীবি

আমি নিজে পড়লাম এবং বড় ছেলে তামিকেও পড়তে দিলাম। ও এখন ক্লাস নাইনে পড়ে, ওর ভবিষ্যত নিয়েই সবচে বেশি ভাবি, চারপাশ অনেক দ্রুত বদলে যাচ্ছে। অনেক কথাই শুনি সব যে পরিষ্কার আইডিয়া করতে পারি এমন না। বইটা পড়ে আমার অনেকদিনের কিছু জিজ্ঞাসার উত্তর পেয়েছি। আমার ছেলেও যাতে ভবিষ্যত নিয়ে একটা ভাল ধারণা রাখতে পারে তাই তার জন্য আবার নেয়া।

ইকরামুল ইসলাম, উদ্যোক্তা

সারাদিন বাসাতেই থাকি, বাসার কাজ কর্ম শেষ করার পরেও বেশ সময় হাতে থাকে। রিল দেখতে দেখতে টায়ার্ড, অনেকদিন ধরেই ভাবছি অবসর সময়ে কিছু করা যায় কীনা, তাতে সংসারেও কিছুটা হেল্প হয়। এ আই নিয়ে অনেক কথা শুনছিলাম, শুনতে শুনতেই আগ্রহ হচ্ছিল, এমন সময় ফেসবুকে এড দেখে বইটা কিনলাম। সত্যি কথা বলতে এতো কিছু একসাথে জানতে পারবো, এবং এতো পরিষ্কার গাইডলাইন পাবো ভাবি না। মোবাইলেই অনেক কিছু ঘাটাঘাটি করছি, মজাই লাগছে। দোয়া করবেন একটা ল্যাপটপ নিচ্ছি শিঘ্রই।

রিতিশা আনজুম, গৃহীনি

# সূচিপত্রঃ


ভূমিকা

১ এ.আই কি? শক্তি, সম্ভাবনা ও সীমাবদ্ধতা

১.১ এআই-এর বিবর্তন ১২
১.২ দৈনন্দিন জীবনে এআই-এর ব্যবহার ১৩
১.৩ এআইয়ের বিস্তৃতি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা ১৫
১.৪ এআই টুলবক্স: কোন কাজের জন্য কোনটি? ২০
১.৫ এআই-এর সীমাবদ্ধতা ও সতর্কবার্তা ২৩
১.৬ এআই: মিথ বনাম বাস্তবতা (১০টি ভুল ধারণা) ২৬
১.৭ এআই আপনাকে প্রতিস্থাপন করবে না (AI Will Not Replace You) ২৮

২ প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের এ টু জেড

২.১ - প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং কি জানার দরকার আছে? ৩১
২.২ সঠিক আউটপুটের জন্য সঠিক ভাষা নির্বাচন (বাংলা নাকি ইংরেজি?) ৩১
২.৩ সেরা আউটপুট পাওয়ার জন্য প্রম্পট লেখার ধরণ ৩৩
২.৪ প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ৫টি নীতি ৩৩
২.৫ ১৩ ধরনের কার্যকরী প্রম্পট টেকনিক ৩৫

৩ আপনার ক্যারিয়ারকে ফিউচার-প্রুফ করুন

৩.১ এআই-চালিত পার্সোনাল ব্র্যান্ড তৈরি করা ৩৯
৩.২ এআই বিশ্বে চাকরির নিরাপত্তা খোঁজা ৩৯
৩.৩ যে দক্ষতাগুলো এআই নকল করতে পারে না (Soft Skills) ৪০
৩.৪ টি-শেপড (T-Shaped) স্কিল: হাইব্রিড প্রফেশনাল হওয়া ৪০
৩.৫ সোলোপ্রেনিয়র: একাই একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ৪০

৩.৬ দ্রুত নতুন দক্ষতা শেখা (Rapid Skill Learning) ৪১
৩.৭ এআই দিয়ে আয়ের সুযোগ তৈরি ৪১
৩.৮ ভয়ের বদলে প্রস্তুতি (ফিউচার-প্রুফ চেকলিস্ট) ৪২

## ৫ ২১ দিনের প্রম্পট ইঞ্জিনিয়ারিং মাস্টারকোর্স: জিরো টু হিরো

২১ দিনের এআই চ্যালেঞ্জ (অ্যাকশন প্ল্যান)
চ্যালেঞ্জের রূপরেখা ও রোডম্যাপ ৪৪
অঙ্গীকারনামা ও ট্র্যাকার ৪৬

### ফেজ ১: নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার

দিন ১: এআই মাইন্ডসেট–গুগল সার্চের অভ্যাস বদলান ৪৯
দিন ২: লার্নিং হ্যাকস–আপনার ব্যক্তিগত গৃহশিক্ষক ৫৩
দিন ৩: প্যারালাইসিস ব্রেকার–সিদ্ধান্ত গ্রহণের কৌশল ৫৬
দিন ৪: টাইম মেশিন–সময়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ৫৯
🛑 কেস স্টাডি: ব্যাংকার সুমাইয়া ৬২
দিন ৫: সেকেন্ড ব্রেইন–আপনার ডিজিটাল মেমোরি ব্যাংক ৬৩
দিন ৬: কমিউনিকেশন কোচ–কথার জাদুতে বিশ্ব জয় ৬৬
দিন ৭: উইকলি রিভিউ ও মেধা যাচাই ৬৯

### ফেজ ২: ক্যারিয়ার ও পেশাগত দক্ষতা

দিন ৮: রিভার্স ইঞ্জিনিয়ারিং–সফলদের ব্লু-প্রিন্ট ৭১
দিন ৯: দ্য পারফেক্ট মেইল ও কভার লেটার ৭৪
🛑 কেস স্টাডি: ১০০ সিভির ভিড়ে আলাদা সাদিক ৭৭
দিন ১০: সিমুলেশন গেম–ইন্টারভিউ বোর্ডের মহড়া ৭৮
দিন ১১: মিটিং হ্যাকস ও লেকচার নোট ৮১
দিন ১২: অফিস পলিটিক্স ও ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স ৮৪
দিন ১৩: ডাটা স্টোরিটেলিং–সংখ্যার ভাষায় গল্প বলা ৮৭
দিন ১৪: উইকলি রিভিউ ও মেধা যাচাই (কর্পোরেট) ৯০

### ফেজ ৩: ভবিষ্যৎ নির্মাণ ও ক্রিয়েটিভিটি

দিন ১৫: পার্সোনাল ব্র্যান্ডিং–নিজেকে ব্র্যান্ড হিসেবে গড়ে তোলা ৯৩
দিন ১৬: আইডিয়া টু মানি–বাড়তি আয়ের এআই ব্লু-প্রিন্ট ৯৭

🛑 কেস স্টাডি: গৃহিণী থেকে উদ্যোক্তা আনিকা ১০০
দিন ১৭: ক্রিয়েটিভ স্টুডিও–ডিজাইনার না হয়েও ডিজাইন ১০১
দিন ১৮: ফিন্যান্সিয়াল আর্কিটেক্ট–টাকার ম্যাপ ১০৫
দিন ১৯: ভ্রমণ ও লাইফস্টাইল–ডিজিটাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ১০৯
দিন ২০: এআই আর্সেনাল–সেরা ৫টি এআই টুলস ১১৩
দিন ২১: সমাবর্তন–দ্য গ্র্যান্ড ফিনালে ১১৬

## বোনাস অধ্যায়: এআই ম্যাজিক ট্রিকস (বন্ধুদের তাক লাগিয়ে দিন)

পর্ব ১: ক্রিয়েটিভ ম্যাজিক (ইলিউশন, গান ও আর্ট) ১১৯
পর্ব ২: প্রোডাক্টিভিটি ম্যাজিক (কাজের গতি) ১২১
পর্ব ৩: অদ্ভুত ও মজাদার ওয়েবসাইট (Just for Fun) ১২৩
উপসংহার: এটি শেষ নয়, বড় কিছুর শুরু

# ভূমিকা

কনফিউশনের দুনিয়ায় স্বাগতম, চারিদিকে AI, AI শুনতে শুনতে নিশ্চয়ই আপনার কান ঝালাপালা। তবে এখন এআই আর আমাদের শোনার বা কল্পনার জগতে সীমাবদ্ধ নাই। ইতিমধ্যে এআই আমাদের পকেটের ফোন, টবিলের ল্যাপটপ, অফিসের কম্পিউটারে বিশেষ জায়গা দখল করে ফেলেছে। নানান বিষয় জানতে এখন গুগোল করে ঘন্টার পর ঘন্টা আর্টিকেল পরে সময় নষ্ট না করে এআইএর সাথে কথা বলেই মানুষ তার জানার প্রয়োজন মেটাচ্ছে।
মানুষের চাহিদা বাড়ায় বড় বড় টেক কোম্পানিগুলোও ইনভেস্টরদের ফুসলিয়ে বিনিয়োগ আনছে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের। আর সেই বাজেটেই চলছে এআইয়ের ব্যাপক উন্নয়ন। এর মাত্রা এতটাই বড় যে, পৃথিবীর মানুষের জীবন যাপনের ধরণ বদলে দেয়া শিল্প বিপ্লবের একটা বড় ধাপ হিসেবে একে ৪র্থ শিল্প বিল্লবও বলা হচ্ছে।
এই যে আজকে আমাদের এই যন্ত্র নির্ভর সভ্যতা, মাথার উপরের ফ্যান, রিকশা-গাড়ি-এরোপ্লেন-রকেট, স্যাটেলাইট, ভবন-রাস্তাঘাট নির্মান প্রযুক্তি, চিকিৎসা প্রযুক্তি সহ যত কিছু দ্বারা আমাদের জীবন গড়া তার সবইতো বিভিন্ন ধাপের শিল্প বিপ্লবের অবদান। সেই শিল্প বিল্লবেরই এক যুগান্তকারী পর্যায়ে আমরা প্রবেশ করেছি, যেখানে সকল যন্ত্রই হবে এআই পাওয়ার্ড, আজকের দিনে এখনো সকল যন্ত্র মানুষ দ্বারা পরিচালিত হয় বা মানুষের রক্ষনাবেক্ষনে চলছে কিন্তু সেই দিন বেশি দূরে নেই যখন সকল ক্ষেত্রে সকল যন্ত্রই এআই দ্বারা স্বংয়ক্রিয়ভাবে চলবে।

এআই ইতিমধ্যেই আমাদের কল্পনাকে হার মানাচ্ছে। ঘন্টার পর ঘন্টা নষ্ট করে যে রিপিটিটিভ কাজগুলো আমাদের করতে হতো, তাকে সহজ করে আমাদের সময়কে করছে আরো প্রোডাক্টিভ এবং আমাদের দক্ষতা ও জ্ঞানকে নতুন স্তরে উন্নীত করতে সাহায্য করছে। এবং ভবিষ্যতে আরো বহু চমক আসছে। নিঃসন্দেহে এআই আমাদের জন্য খুলছে সম্ভাবনার এক নতুন দুনিয়া।

হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন, যেমনটা সবাই ভাবছে এআই সবার চাকুরী খেয়ে ফেলবে, সবাই কাজ হারিয়ে ফেলবে এগুলো আসলে একদমই বেকার কথা। ধরেন এক সময় মানুষতো গাছের ডাল দিয়ে মাটি খুড়ে বীজ রোপন করতো, সেটাও কিন্ত একটা প্রযুক্তি ছিল, প্রযুক্তি মানেই যে বিদ্যুৎ চালিত আর স্ক্রিণ থাকবে এমন না। পরেতো লাঙ্গল এসেছে, এখন যেমন চাষবাসে ট্রাক্টর সহ অনেক আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার হচ্ছে, এখানেই দেখেন কাজের প্রযুক্তি বদল হচ্ছে কিন্তু কাজ কিন্তু যেটা অর্থাৎ চাষাবাদ থেকেই যাচ্ছে।

আবার একটা সময় চাষের উদ্দেশ্য হয়তো ছিল ১ লাখ লোকের খাবার যোগাড় করা, সেখানে আজকের দিনে সেটা কোটি মানুষের খাবারের যোগান দেয়াতে চলে এসেছে ফলে আসলে বিকাশমান

খাতে নতুন প্রযুক্তির আগমণ কাজ কমায় না বরং আরো বহু নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দেয়।

**আপনি কি জানেন?** এই ২০২৫-২৬ সালে মেটা বা গুগলের মতো কোম্পানিরা শুধুমাত্র এআই ডেভেলপমেন্টের জন্য যে বাজেট রেখেছে, তা বাংলাদেশের মতো অনেক উন্নয়নশীল দেশের এক বছরের মোট বাজেটের সমান? যার মানে আসলে নতুন নতুন কাজের ক্ষেত্রের বিপুল সম্ভাবনা।

একটা কথা ইদানিং খুব শোনা যায়- গত ৩০ বছরে ইন্টারনেটের কল্যাণে পৃথিবীতে যতজন মানুষ 'মিলিয়নিয়ার' বা কোটিপতি হয়েছেন, অর্থনীতিবিদরা বলছেন আগামী ১০ বছরে এআই ব্যবহার করে তার চেয়ে অন্তত ১০ গুণ বেশি নতুন মিলিয়নিয়ার তৈরি হবে।

আরেকটা মজার ফ্যাক্ট, নেটফ্লিক্সের ১ মিলিয়ন ব্যবহারকারী পেতে লেগেছিল সাড়ে ৩ বছর। আর চ্যাটজিপিটি? মাত্র ৫ দিনে ১ মিলিয়ন মানুষ এটি ব্যবহার শুরু করেছিল! মানব ইতিহাসের আর কোনো প্রযুক্তি মানুষ এত দ্রুত লুফে নেয়নি।

তাহলে সমস্যাটা কোথায়? আসলে চারপাশে এত হুলস্থুল দেখে অনেকেই এআই শিখতে দৌড়াচ্ছেন। কিন্তু সমস্যা হলো, ইন্টারনেটে বা বাজারে এখন হাজার হাজার "১০০০+ রেডিমেড প্রম্পট"-এর ছড়াছড়ি। আপনাকে বলা হচ্ছে–"এই প্রম্পটগুলো কপি আর পেস্ট করুন, জীবন বদলে যাবে।" কিন্তু আমরা বলি–এটা ভুল।

ছোটবেলায় অংক করার কথা মনে আছে? আপনি যদি $(a+b)^2$-এর সূত্রটি জানতেন, তবে সেই সূত্র দিয়ে হাজার হাজার অংকের সমাধান বের করে ফেলতে পারতেন। কিন্তু আপনি যদি সূত্র না শিখে শুধু অংকের উত্তর মুখস্থ করতেন? তবে পরীক্ষায় সংখ্যা বদলে দিলেই আপনি আটকে যেতেন।

এআই-এর দুনিয়াটাও ঠিক তাই। অন্যের লেখা প্রম্পট কপি করে আপনি দু-চারদিন চলতে পারবেন, কিন্তু আপনার যদি এআই কীভাবে চিন্তা করে, কীভাবে কাজ করে, এর শক্তি কী, সীমাবদ্ধতা কী, প্রম্পটিংএর মূলনীতি কী, কত ধরণের প্রম্পট আছে, সেরা ফলাফল পাওয়ার জন্য কীভাবে প্রম্পট লিখতে হয় সবকিছু জানা থাকে তাহলে এআই হবে আপনার একটা কার্যকর সহযোগী আর আপনি হবেন এআইয়ের বস! আর আপনার ভবিষ্যৎ হবে ১০০% ফিউচার প্রুফ।

এই বইতে আপনি আসলে কী পাবেন? আমরা এই বইতে আপনাকে মাছ ধরে দেব না, আমরা আপনাকে মাছ শিকার করার কৌশল শিখাবো। আমরা গতানুগতিক ধারার বাইরে গিয়ে এই বইটিকে

এমনভাবে সাজিয়েছি, যাতে আপনি প্রম্পট লেখার 'লজিক' বা 'সূত্র' শিখতে পারেন। আমরা আপনাকে গ্যারান্টি দিচ্ছি এই বইটি যখন শেষ করবেন, আপনি একজন নতুন মানুষ হবেন, যে এই বই শুরু করার আগের মানুষটির সাথে নিজের পার্থক্য নিজেই ধরতে পারবে।

**বইটি মূলত তিনটি ধাপে সাজানো:**

**বেসিক ও ফর্মুলা:** শুরুতে আমরা জানব এআই আসলে কীভাবে চিন্তা করে। আমরা শিখব প্রম্পট লেখার সেই গোপন সূত্র, যা জানলে আপনি নিজেই যেকোনো জটিল কাজ এআই দিয়ে করিয়ে নিতে পারবেন।

**ক্যারিয়ার ও ফিউচার:** এআই কি আপনার চাকরি খেয়ে ফেলবে? এই ভয় না পেয়ে আমরা দেখব কীভাবে এআই-কে নিজের অ্যাসিস্ট্যান্ট বানিয়ে অফিসে বসের প্রিয়পাত্র হওয়া যায় এবং নিজের ক্যারিয়ারকে 'সিকিউর' করা যায়।

**২১ দিনের চ্যালেঞ্জ:** এটি বইয়ের সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং অংশ। শুধু পড়ে গেলে হবে না, তাই আমরা রেখেছি ২১ দিনের একটি অ্যাকশন প্ল্যান। প্রতিদিন মাত্র ২০-৩০ মিনিট সময় দিয়ে আপনি হাতে-কলমে শিখবেন এআই দিয়ে নিজের জীবন ও ক্যারিয়ার ইম্প্রুভের দারুন সব হ্যাক।

এটাতো মাত্র শুরু, এই বইটি শেষ করে একটা লম্বা দম ফেলে, সামনে যখন তখন তাকাবেন তখন ভবিষ্যতের আয়নায় দেখবেন এক নতুন আপনি, যে অপ্রতিরোধ্য, সম্ভাবনাময়, এবং অবশ্যই এআইয়ের বস, একজন "প্রম্পট মাস্টার"।

# আপনি কি প্রস্তুত?

চলুন সামনে আগাই।